০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
পটুয়াখালী
(এসএ শাখা)
www.patuakhali.gov.bd

মোছাঃ মলিহা খানম
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতি দাঃ)
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।
22/01/2026

নম্বর: ৩১.১০.৭৮০০.০০৯.০৪.২৬১.২৫- ২৯

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪৩২
০৫ জানুয়ারি ২০২৬

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

পটুয়াখালী জেলার ইজারাযোগ্য নিম্নবর্ণিত ৮৮ (আটাশি) টি ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে তালিকাভুক্ত জলমহাল ১৪৩৩ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (দেখল প্রদানের তারিখ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনের নিকট থেকে সিলমোহরকৃত খামে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠনগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী ইজারা সংক্রান্ত আবেদন ফরম ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ৫০০/-(পাঁচশত) টাকায় (অফেরতযোগ্য) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এসএ শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে ক্রয় করা যাবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালীতে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী দরপত্রসমূহ দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। আবেদনকারীকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রতিপালন পূর্বক আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনের সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত সকল কাগজপত্র আবেদনকারী কর্তৃক স্বহস্তে স্বাক্ষরিত হতে হবে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী ইজারার অপেক্ষমান অবশিষ্ট জলমহালগুলোর ইজারা প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। অনিবার্য কারণবশতঃ কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও সময় প্রয়োজনে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ইজারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী এর এসএ শাখা হতে অফিস চলাকালীন সময় এবং www.patuakhali.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা:

ক্রমিক নম্বর	জলমহালের নাম	উপজেলার নাম	আয়তন (একর)	সম্ভাব্য ইজারা মূল্য (টাকা)
১.	লোহালিয়া দোয়ানীর খাল	পটুয়াখালী সদর	২০.২৫	৯১,১২৫/-
২.	কৌখালী কুড়িপাইকা মৌজার মধ্যের খাল	পটুয়াখালী সদর	২৫.০০	২০,৪৭৫/-
৩.	কমলাপুর ইউনিয়নের পোদ্দারের খাল	পটুয়াখালী সদর	২৫.০০	২১,০০০/-
৪.	গাবুয়া তাফালবাড়িয়া খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৫.	কাটাখালী মাদ্রাসা খালের মুখ পর্যন্ত খাল (লোহালিয়া)	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৬.	কাউনিয়ার বাঁধ হইয়া মজিদ মৃধার বাড়ী হইয়া খাল	পটুয়াখালী সদর	৪০.০০	২০,৫৮০/-
৭.	মানিক কেরানির খাল	পটুয়াখালী সদর	২৪.০০	২২,০৫০/-
৮.	কাউনিয়ার খাল (চর মৈশাদী মৌজার খালেক মাস্টারের বাড়ী হইয়া কাদের মুন্সি বাড়ী পর্যন্ত)	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	২১,০০১/-
৯.	করাতি বাড়ীর বাঁধ হইতে ধনিয়া পুরা খাল	পটুয়াখালী সদর	২৫.০০	১,১২,৫০০/-
১০.	আবেদ শিকদারের গুদি হইয়া চালিতাবুনিয়া খাল	পটুয়াখালী সদর	৫৫.০০	২,৪৭,৫০০/-
১১.	হরতকী বাড়িয়া ময়নার খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
১২.	ছোট বিঘাই কাঠাখালী শাখা সহ খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৩৬,২২৫/-
১৩.	মধ্য কেওয়াবুনিয়া খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
১৪.	মাদারবুনিয়া খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
১৫.	হাজীখালী চান্দু মিয়ার ঘাটের খাল	পটুয়াখালী সদর	২১.০০	৯৪,৫০০/-
১৬.	কাত্তিক পাশা মৌজার গোদার খাল	পটুয়াখালী সদর	২২.০০	৯৯,০০০/-
১৭.	হাজীখালী কানাই ডাংগর বাঁধ হতে কাদের মুন্সি বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের বাঁধ পর্যন্ত খাল	পটুয়াখালী সদর	২৫.০০	১,১২,৫০০/-
১৮.	হাজীর হাটের উত্তর পাশের নাবতলীর খাল	বাউফল	২৬.৪৩	২০,৭৯০/-
১৯.	দরগাবাড়ী বেতবুনিয়া বাজিতার খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	১৬,০৬৫/-
২০.	বারের খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/-
২১.	বেবাজিয়ার খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/-
২২.	গাজীপুর খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
২৩.	কপালভেড়ার খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
২৪.	নাপিতখালী খাল	মির্জাগঞ্জ	২০.০০	৯০,০০০/-
২৫.	মঙ্গলের খাল	মির্জাগঞ্জ	২০.০০	৯০,০০০/-
২৬.	আমড়াগাছিয়া খাল	মির্জাগঞ্জ	২০.৪০	৯১,৮০০/-
২৭.	চাকরখালী খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/

CamScanner

২৮.	আনরখালী খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
২৯.	ঘটকের আন্দুয়া খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩০.	বৌষের খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩১.	বোতলবুনিয়া সিকদার বাড়ী খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩২.	যোগীর খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩৩.	বেগমপুর খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৩৪.	ছোট ছৈলাবুনিয়া খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩৫.	হরমুইবুনিয়া খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩৬.	রামপুরা খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩৭.	নিজাম আলী খাজুরতলা খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/
৩৮.	বসুর চরখালী খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৩৯.	বকশীর খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৩,৮৬,৪০০/-
৪০.	মাদারবুনিয়া খাল	মির্জাগঞ্জ	২১.০০	৬৯,৮২৫/-
৪১.	মিশ্রির খাল	কলাপাড়া	৩০.০০	১,৩৫,০০০/-
৪২.	নাওভাংগা মাদ্রাসা ও বিশ্বাস বাড়ীর খাল	কলাপাড়া	২৩.৭৬	১,০৬,৯২০
৪৩.	গৈয়াতলা খা	কলাপাড়া	২৫.১১	১,১২,৯৯৫/-
৪৪.	নাওভাংগা নিজ কাটার খাল	কলাপাড়া	৫৩.৮২	২,৪২,১৯০/-
৪৫.	বড় বালিয়াতলী খাল	কলাপাড়া	৫১.০০	২,২৯,৫০০/-
৪৬.	লতাচাপলী কচ্ছপ খালীর খাল	কলাপাড়া	৩৯.৯৬	১,৭৯,৮২০/-
৪৭.	কুয়াকাটা খাল	কলাপাড়া	৬২.২৪	২,৮০,০৮০/-
৪৮.	বড়হর খাল (বড়হরপাড়া খাল)	কলাপাড়া	৩৩.৮৪	১,৫২,২৮০/-
৪৯.	আজিমদ্দির স্লুইজগেট খাল	কলাপাড়া	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৫০.	পেস্কির খাল	কলাপাড়া	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৫১.	মালির স্লুইজ হইতে মুলাম খাল	কলাপাড়া	১৩৫.৪১	৬,০৯,৩৪৫/-
৫২.	লোন্দা গিলাতলা খাল	কলাপাড়া	২৭.২৫	১,২২,৬২৫/-
৫৩.	মধুখালী মৌজার বালিয়াতলী ভাড়ানীর খাল	কলাপাড়া	৪৮.৩৬	২,১৭,৬২০/-
৫৪.	দায়ী বাড়ীর খাল	গলাচিপা	২৪.০০	১,০৮,০০০/-
৫৫.	চন্দ্রাইলের খাল	গলাচিপা	২১.০০	১৮,৩৭৫/-
৫৬.	শনির খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৫৭.	পানখালী হরিদেবপুর খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/
৫৮.	উলানিয়া মন্দির খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/
৫৯.	মানিক চাঁদ মৌজার নারায়নের খাল	গলাচিপা	২২.০০	৯৯,০০০/-
৬০.	মানিক চাঁদ জংলার বাঁধ পর্যন্ত খাল	গলাচিপা	৪০.৩৮	১,৮১,৭১০/-
৬১.	বুড়া গৌরাঙ্গ দোন	গলাচিপা	১৩০.০০	৫,৮৫,০০০/-
৬২.	বলাইবুনিয়ার খাল	গলাচিপা	২২.০০	২২,০৫০/-
৬৩.	পাতাবুনিয়ার খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৬৪.	নবী লোচন খাল	গলাচিপা	২১.০০	৮৪,০০০/-
৬৫.	ঝাটিবুনিয়া খাল	গলাচিপা	২১.০০	২৩,১০১/-
৬৬.	সুয়রী ১ম ও ২য় খন্ড খাল	গলাচিপা	২৭.০০	১,২১,৫০০/-
৬৭.	অক্কারাম খাল	গলাচিপা	২২.০৭	৯৯,৩১৫/-
৬৮.	পক্ষীয়া সুয়রীর খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/
৬৯.	মুশুরীকাঠী খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/
৭০.	দড়িবাহের চর খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/
৭১.	বড়শিবা হতে কপালভেড়া গরু হালিয়ার শাখা সহ খাল	গলাচিপা	৭১.০০	৩,১৯,৫০০/-
৭২.	চর আগুন্তী খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৭৩.	দক্ষিন চর বিশ্বাস মৌজার আঃ কাদের মাস্টারের বাড়ীর পশ্চিম পাশের খাল	গলাচিপা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৭৪.	ফুলখালী নয়া ভাঙ্গালী মৌজার খাল	রাঙ্গাবালী	২১.০০	২৫,২০০/-
৭৫.	নয়া ভাঙ্গালীর ভেরীবাঁধ হইতে ওয়াহেদ হাং বাড়ী হইয়া খাল	রাঙ্গাবালী	২৪.০০	১,০৮,০০০/-
৭৬.	চতলাখালী গহীনখালী খাল	রাঙ্গাবালী	৩৫.০০	৯,০৩,০০০/-
৭৭.	রাঙ্গাবালী ইউঃ মাদারবুনিয়া খাল	রাঙ্গাবালী	২৮.০০	১,২৬,০০০/-
৭৮.	কাজীর হাওলা মৌজার আমলা ভাঙ্গার খাল	রাঙ্গাবালী	৩৩.০০	৪২,০০০/-
৭৯.	চর লক্ষী ও চর বেষ্টিন মাঝের খাল	রাঙ্গাবালী	২৩.০০	৫৩,৫৫০/-
৮০.	বড় বাইশদিয়া ইউনিয়নের কাজীর কান্দার খাল	রাঙ্গাবালী	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৮১.	দুলালীয়ার খাল	রাঙ্গাবালী	২১.০০	৭২,৪৫০/-

৮২.	মৌডুবি ও চর বগলা মৌজার ভারানীর খাল	রাঙ্গাবালী	২৯.৫০	১,৩২,৭৫০/-
৮৩.	আলীপুর খাল	দশমিনা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৮৪.	জাফরাবাঁধ খাল	দশমিনা	৩৫.০০	১,৫৭,৫০০/-
৮৫.	চাঁদপুরা খাল	দশমিনা	২১.০০	৯৪,৫০০/-
৮৬.	লক্ষীর আরজ বেগী মৌজার বিভিন্ন দাগের খাল	দশমিনা	২৫.০০	১,১২,৫০০/-
৮৭.	আলীপুর বাঁশবাড়িয়া খাল	দশমিনা	৫০.০০	২,২৫,০০০/-
৮৮.	কালীবাড়ীর বাঁধ হতে চৌকার বাঁধ পর্যন্ত খাল	দশমিনা	২১.০০	১,৩০,৯৩৫/-

আবেদন দাখিল ও যাচাই বাছাইয়ের সময়সূচি

ক্র: নং	গৃহীত কার্যক্রম	তারিখ
১	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল	০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘের মধ্যে (১৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে
২	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল।	১৮ মাঘ হতে ২০ মাঘের মধ্যে (০১ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে
৩	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।	২২ মাঘ থেকে ২৮ মাঘের মধ্যে (০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে)
৪	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।	২৯ মাঘ থেকে ০৫ ফাল্গুণের মধ্যে (১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে
৫	ইজারা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন।	০৬ ফাল্গুণ থেকে ২৬ ফাল্গুণের মধ্যে (১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ মধ্যে)
৬	জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ।	২৭ ফাল্গুণ থেকে ০২ চৈত্রের মধ্যে (১২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চের মধ্যে)
৭	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।	০৩ চৈত্র থেকে ১৫ চৈত্রের মধ্যে ১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে
৮	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।	১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল)

০৫/০২/২০২৬

(ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
পটুয়াখালী
ও
সভাপতি, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

আবেদন দাখিল/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী

১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎসজীবীদের সমিতি যা সমবায়/ সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সে সমিতি/ সংগঠনসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোনো ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতি/ সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

২। আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে জলমহালের অবস্থান, পরিমাণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে যাচাই-বাছাই করে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন বা অন্য কোনো সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমানস্বরুপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত তিন বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন।

৫। আবেদনকারী কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিতে যদি এমন কোনো সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সংগঠন/ সমিতি জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রাপ্তির অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

৬। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৭। আবেদনপত্রের সাথে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ব্যাংক হিসাবের লেনদেনসহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি (পাসপোর্ট সাইজের) সত্যায়িত করে সংযোজন করতে হবে।

CamScanner

৮। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠনকে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল-এর মৎস্য চাষ/ উৎপাদন/ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/ রুপরেখা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৯। সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসাবে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর নামে আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

১০। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইঅন্তে জেলা জলমহাল ব্যবস্থপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন সাপেক্ষে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্যসহ উদ্ভূত টাকার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়করসহ সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ব্যর্থতায় ইজারা বাতিলসহ জামানত বাবদ জমাকৃত টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১১। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সমিতি/ সংগঠন এর কোনো জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোনো জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোনো সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সমিতি/ সংগঠনকে উক্ত জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবেনা।

১২। ইজারা গ্রহীতা কোনো মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠন তাদের নামে ইজারাকৃত জলমহাল কোনো অবস্থাতেই সাবলিজ অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/ গোষ্ঠী/ সমিতি/ সংগঠনকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে উক্ত ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং লিজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত ইজারা গ্রহীতা মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠন পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোনো আবেদন করতে পারবেন না।

১৩। কোনো মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/ বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৪। কোনো জলমহাল/ জলমহালের অংশ বিশেষের উপর মন্ত্রণালয়/ দেওয়ানি আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ/ নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা না হলেও ইজারা বহির্ভূত থাকবে। মামলা আছে কিন্তু স্থিতাবস্থার আদেশ/ নিষেধাজ্ঞা নেই এরুপ ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান করা হবে।

১৫। প্রথম বছরের ইজারা মূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহাল দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইজারা চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল গ্রহণ করা যাবে না।

১৬। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যেকোন সময়ে জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারা মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছর ৩০ চৈত্র তা শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে কোনো খাস কালেকশন করা হলে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/ সংগঠন- পাবে না।

১৭। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্যও একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮। যে কোনো আবেদন বাতিল/ গ্রহণের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৯। উপরে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে জানা যাবে।

০৫/০১/২০২৬

(ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
পটুয়াখালী
ও
সভাপতি, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

নম্বর: ৩১.১০.৭৮০০.০০৯.০৪.২৬১.২৫- ২১

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪৩২ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি; সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
৩. জেলা প্রশাসক, বরিশাল/ ভোলা/ ঝালকাঠী/ পিরোজপুর/ বরগুনা।
৪. পুলিশ সুপার, পটুয়াখালী।
৫. প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, পটুয়াখালী সদর/ বাউফল/ গলাচিপা/ কলাপাড়া/ দশমিনা/ দুমকী/ মির্জাগঞ্জ/ রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী।

অনুলিপি কার্যার্থে ও বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে লটকিয়ে যথাযথভাবে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত হলো:

৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল), পটুয়াখালী (মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠনের মাঝে বহুল প্রচারের অনুরোধ করা হলো)।
৭. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী (তাঁর আওতাধীন সকল মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনগুলোকে বিজ্ঞপ্তিটি অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৮. সহকারী কমিশনার (ভূমি),.....(সকল), পটুয়াখালী (তাঁর কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের মাঝে বহুল প্রচারের অনুরোধ করা হলো)।
৯. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পটুয়াখালী (বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক তাঁর অফিসের নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠনগুলোকে প্রত্যয়ন

CamScanner

প্রদানের অনুরোধসহ)।

১০. জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, পটুয়াখালী (বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক তাঁর অফিসের নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠনগুলোকে প্রত্যয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।

১১. প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১২. জনাব---সদস্য, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, পটুয়াখালী।

১৩. নোটিশ বোর্ড।

১৪. বিজ্ঞাপন ম্যানেজার---(বিজ্ঞপ্তিটি ....ইঞ্চি কলামে আপনার পত্রিকায় ভিতরের পাতায় বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রকাশিত পত্রিকার ০২ কপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৪/০৫/০১/২০২৫

জেলা প্রশাসক
পটুয়াখালী।